.C.- CARE List approved journal, Indian Language-Arts nd Humanities Group, out of 86 pages placed in Page 60 & 84.

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

23th Year, 130 Volume

February, 2021

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

পুরুলিয়া জেলার ভূমিজ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

নীলাঞ্জন চাকী

সারসংক্ষেপ :

পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভূমিজ উপজাতির সংখ্যা দ্বিতীয়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে তাদের নিজেদের আদিবাসী সংস্কৃতি থেকে সরে গিয়ে মূল ধারার সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসী রাজাগণ বেশিরভাগই জাতিতে ছিলেন ভূমিজ। যদিও নীচু শ্রেণির ভূমিজগণ নিজেদের মুন্ডারী সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। তারা আজও তাদের রীতি-নীতি, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গণ 'ক্ষত্রিয়করণ' ও 'রাজপুতকরণ' প্রক্রিয়ার প্রভাব এখানে লক্ষ করেছেন। হিন্দুধর্মের সাথে সমন্বয়ের জন্য তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বর্তমানে লুপ্তপ্রায়।

সূচক শব্দ :আর্যীকরণ, ক্ষত্রীয়করণ, আত্মীকরণ, রাজপুতকরণ, ভূমিজানী, ঘাটওয়ালী

প্রতিপাদ্য বিষয় :

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলিকে কেন্দ্র করে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের অনুন্নত জেলা পুরুলিয়া ১৯৫৬ সালে মানভূম জেলা থেকে বিভক্ত হয়ে নতুন জেলা হিসাবে গঠিত হয়। ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ হিসেবে ভূপ্রকৃতিগতভাবে গড়ে ওঠার দরুন পুরুলিয়া জেলা অনুর্বর, জঙ্গলাকীর্ণ ও দুর্ভিক্ষপ্রবণ অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত। জঙ্গলাকীর্ণ জেলা হওয়ার দরুন এই জেলায় প্রোটো অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর আদিবাসী মানুষের সংখ্যাধিক্য লক্ষ করা যায়। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ আদিবাসী[১]। বিশেষত, জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের কিছু অঞ্চল যেমন আড়ষা, মানবাজার, বান্দোয়ান, পুঞ্চা, বাগমুন্ডি ইত্যদি জায়গায় আদিবাসী মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যদিও এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে বাংলা ভাষাগোষ্ঠীর আধিক্য লক্ষ করা যায়। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাড়িয়া, শবর, ওঁরাও, কোল, বীরহোড় ও ভূমিজ ইত্যাদি আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল ও কোল জনগোষ্ঠীর আদিবাসী বাদ দিলে বাকি জনগোষ্ঠীর মানুষজন বেশিরভাগই বাংলাভাষায় কথা বলে থাকে, যা 'মানভুইয়্যা বাংলা ভাষা' নামে